দৈনিক খবর

তারিখ 07 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

153

চেক বই বন্ধক রেখে চড়াসুদে অর্থ গ্রহণ

এবার মহাজনদের খপ্পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও

নড়াইল, ৬ই নভেম্বর (মুনীর চৌধুরী প্রেরিত)। — নড়াইল সদর থানায় দাদন বা সুদের ব্যবসা জমজমাট আকার ধারণ করেছে। ইতিপূর্বে গরীব কৃষক, জেলে ও অন্যান্য পেশার মানুষ মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে অর্থ ঋণ গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা ঋণ গ্রহণ করছে। আরএঋণ নিছে সোনার গহনা, জমি বা জমির ফসল বন্ধক রেখে নয়। চেক বই বন্ধকরেখে।

অনুসন্ধানকালে জানা যায়, সদর থানার প্রায় ২শ' প্রাথমিক শিক্ষক 'এ দাদন ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েছে। এসব শিক্ষক তাদের ব্যাংকের চেক বই বন্ধক রেখে মহাজনদের নিকট থেকে সর্বনিম্ন শতকরা দশ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ২০/২৫ ভাগ সুদে আগাম অর্থ গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ ব্যাংক থেকে প্রতিমাসের বেতন পরবর্তী মাসের ৮/১০ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহণকারী শিক্ষকেরা মাস শেষ হওয়ার আগেই মহাজনদের নিকট থেকে বেতনের সমপরিমাণ বা আংশিক অর্থ গ্রহণ করেন এবং জিম্মা হিসেবে নিজ স্বাক্ষর যুক্ত চেক হস্তান্তর করেন। ঋণের পরিমাণ বেশী হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ পাতার ১টি চেক বই–ই স্বাক্ষর যুক্ত অবস্থায় হস্তান্তর করে দেন। দাদন ব্যবসায়ীরা পরবর্তীতে প্রতিমাসে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সব চেকের মাধ্যমে তার প্রাপ্য সুদে আসলে তুলে নেন। যে সব শিক্ষক একবার দাদন ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়েছেন তারা ঐ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে চেক বই অতি সহজে ফেরত নিতে পারছেন না। বরং প্রতিমাসেই তাদের ঋণ নিতে হচ্ছে।

জানা গেছে সদর থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সোনালী ব্যাংক, মহিলা শাখা থেকে দেওয়া হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানলেও আইনগতভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান নেই বিধায় তারাও নিরুপায়। চেক বই বন্ধক প্রথা চালু হয় মূলতঃ ১৯৮০ সাল থেকে। সর্ব প্রথম মহাজন হিসেবে এ ব্যবসা চালু করেন সদর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক প্রধান শিক্ষক। পরবর্তীতে উক্ত শিক্ষক একটি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত হলে এ ব্যবসা চলে যায় অন্যদের হাতে। সদর থানার ৩ ব্যক্তির নাম শোনা যায়, যারা এ ব্যবসার এখন মহাজন। এদের মধ্যে একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতার শ্যালক, একজন বরগুণা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক এবং অপর জন স্থানীয় ৩য় শ্রেণী'র সরকারী কর্মচারী। নড়াই সদর থানাসহ চেক বই বন্ধক বা দাদন ব্যবসা জেলার কালিয়া এবং লোহাগড়া থানায়ও চলছে বলে জানা গেছে।